পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৪শ সংখ্যা, যোগিনি একাদশী,
০৬ই জুন, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত শ্লোকাবলীর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

অনুবাদ - সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে।

তাৎপর্য - এইখানে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ঋষিরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে এবং তার মূল তত্ত্বটি দান করতে, যাতে কলিযুগের অধঃপতিত মানুষেরা তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। বেদে মানুষের জন্য দুটি মার্গ বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের পন্থা এবং অন্যটি হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ অথবা ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগের পন্থা। প্রবৃত্তি মার্গ হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং পরমেশ্বর ভগবানের জন্য ইন্দ্রয়-সুখ ত্যাগ করার পন্থা নিবৃত্তি মার্গ হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা। জড়জাগতিক জীবন হচ্ছে জীবের একটি রোগগ্রস্ত অবস্থা। প্রকৃত জীবন হচ্ছে পারমার্থিক জীবন বা ব্রহ্মভূত অবস্থা, যেখানে জীবন নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। জড় জীবন অনিত্য, মোহাচ্ছন্ন এবং দুঃখময়। এই জীবনে কোন রকম আনন্দ নেই। এখানে যা রয়েছে, তা হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং সেই সাময়িক দুখ-নিবৃত্তিকেই বলা হয় সুখ। তাই অনিত্য, অজ্ঞান এবং নিরানন্দময় জড় সুখভোগের উন্নতিসাধন করার যে প্রচেষ্টা, তা নিকৃষ্ট। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি, যা মানুষকে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের দিকে পরিচালিত করে, তা অবশ্যই অনেক উন্নত মার্গ। এই ভক্তি কখনো কখনো নিকৃষ্ট স্তরের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলুষিত হয়ে পড়ে। যেমন, জড়জাগতিক লাভের আশায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার যে প্রয়াস তা নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। পরম মঙ্গল সাধনের জন্য বিষয়বাসনা ত্যাগ করা অবশ্যই অনেক উন্নত স্তরের বৃত্তি। বিষয়-সুখ কেবল ভবরোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। তাই ভগবদ্ভক্তি সব সময় বিশুদ্ধ হওয়া উচিত অর্থাৎ তাতে যেন জড় সুখভোগের কোন রকম বাসনা মিশ্রিত না থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব রকমের জড় সুখভোগের কামনা-বাসনা রহিত হয়ে, সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস রহিত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উন্নত পন্থা অবলম্বন করা। এইভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল নিত্য আনন্দ লাভ করা যায়।

আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধর্মকে বৃত্তি বলে অভিহিত করেছি, কেন না ধর্ম কথাটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে 'অস্তিত্ব বজায় রাখার পন্থা।'' জীবের অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের মূল আশ্রয়, এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর পরম নিত্য পুরুষ, এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন পুরুষ। প্রতিটি জীবই তাই স্বরূপে নিত্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের সকলের নিত্য আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম এবং অন্য সব কিছুই হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত জীবের সম্পর্ক হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। সেই অস্তিত্ব হচ্ছে চিন্ময় এবং তা আমাদের জড় জগতের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসার সম্পর্ক। ভগবদ্ভক্তির মার্গে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তা যথার্থ জীবন সম্বন্ধে অবগত হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রসন্ন হতে পারবে।

ভগবানের কৃপায়ই জীবের সাধু-গুরু সঙ্গ লাভ হয়

শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.২২

ত্বং নঃ সংদর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥

অনুবাদ - আমরা মানুষের সদ্ গুণ অপহরণকারী কলিকাল-রূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পরপারে গমন করতে ইচ্ছুক মানুষের কাছে কর্ণধার সদৃশ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার দর্শন লাভ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্য - এই কলি যুগ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুগের প্রভাবে মানুষ তার জীবনের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। এই যুগে মানুষের আয়ু ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। মানুষের স্মৃতি, সূক্ষ্ম অনুভূতি, বল, বীর্য এবং সমস্ত সদ্ গুণ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। এই যুগের ভয়ঙ্কর অবস্থা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বর্নিত হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় তাঁদের জীবন সার্থক করতে চান, তাদের পক্ষে এই যুগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এই যুগের মানুষ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় এত ব্যস্ত যে তারা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে। উন্মাদের মতো তারা খোলাখুলিভাবেই বলে যে আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা বুঝতে পারে না যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের দীর্ঘ যাত্রাপথের স্বল্পক্ষণ মাত্র। আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষকে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে এবং যে কোনও চিন্তাশীল মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখেন, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই যুগের শিশুরা কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে তথাকথিত শিক্ষার কসাইখানায় বলি হওয়ার জন্য প্রেরিত হচ্ছে। তাই শিক্ষিত মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যুগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তাঁরা যদি কলিযুগ রূপী এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁদের নৈমিষারণ্যের ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল সূত গোস্বামী অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে তাঁদের তরণীর কর্ণধাররূপে গ্রহণ করতে হবে। সেই তরণীটি হচ্ছে ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত রূপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী।

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদ্গীতা – ৭ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)
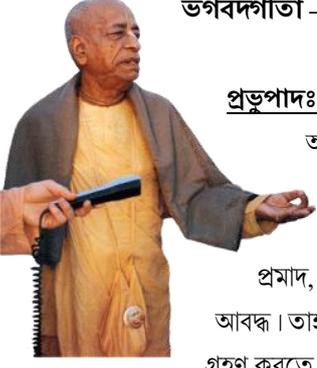
প্রভুপাদঃ তাহলে গতদিন আমরা বদ্ধ আত্মা ও মুক্ত আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে বদ্ধ আত্মা চারভাবে ত্রুটিপূর্ণ। একটি বদ্ধ আত্মা অবশ্যই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব, অপূর্ণ ইন্দ্রিয় দ্বারা আবদ্ধ। তাহলে অবশ্যই মুক্ত আত্মার কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। কেন এই ভগবদ্গীতাকে এত বেশি সম্মান করা হয়, এখন, এই ভগবদ্গীতা ভারতবর্ষে বিবৃত হয়েচিল এবং এটি হিন্দু শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কেন...? এখন তোমরা আমেরিকান, তোমরাও এই ভগবদ্গীতা রাখছ এবং শুধুমাত্র আমেরিকান নয় অন্যান্য দেশেরও যেমন জার্মানিতে অনেক বিখ্যাত বিদ্বানেরা, ইংল্যান্ডে, জাপানে, এবং সব দেশে। সুতরাং কেন ? কারণ এটা একজন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। এছাড়া...আমরা হয়ত...আমরা হিন্দুরা, আমরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান হিসেবে স্বীকার করি, কিন্তু অন্যরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান হিসেবে স্বীকার করে না, তারা তাঁকে একজন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব হিসেবে দেখে। তারপরও হিন্দুদের পাশাপাশি অন্যান্যরাও এই জ্ঞান গ্রহণ করে। এখন আমার বিষয়টি হল যখন একজন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব এবং যখন এক..., আমরা তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান হিসেবে স্বীকার করি, তখন তাঁর রূপটি সঠিক। তিনি যা বলেছেন, তা আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হতে উপসংহার করতে পারি যে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যাক্তি যারা অতীতে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন, তারা বর্তমানেও স্বতন্ত্র এবং ভবিষ্যতেও তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে এবং এটা আমাদের সাধারণ অনুভূতি, কিন্তু এটা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিশ্চিত, যাকে আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলি এবং তিনি বিখ্যাত ব্যাক্তিত্ব হিসেবে, হিসেবেও স্বীকৃত। তিনি বলেন, **ন তু এব অহম্ জাতু নাসং:** "ভেবো না যে আমার অস্তিত্ব ছিল না।" তাঁর মানে, "আমার অস্তিত্ব ছিল," এটা নয় যে, "এই মাত্র আমি তোমার সামনে ভগবান হিসেবে, শ্রীকৃষ্ণ হিসেবে এসেছি। আমি অতীতেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলাম, এবং বর্তমানেও আমি শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং তুমি নিজেও, এবং অন্যান্যরাও স্বতন্ত্র। সুতরাং আমি ছিলাম ও বর্তমানেও আছি।" **ন চৈব ন ভবিষ্যাম:** "এবং ভেবো না আমরা থাকব না।" **সর্বে**। এই সর্বে মানে, "আমরা সবাই," এটা না যে...। **সর্বে** শব্দটি বহুবচন। **জনাধিপা** শব্দটি বহুবচন। "সুতরাং তাঁরা সবাই স্বতন্ত্র আত্মা। সুতরাং স্বতন্ত্র আত্মা বজায় থাকে। ঐটিই হচ্ছে ভাষ্য। ঐটিই ভগবদ্গীতার ভাষ্য এবং আমরা...। এটি অধিকতর ভাল যে এই ভাষ্য কোন অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য বা ভিন্ন দিকে ধাবিত করে এমন ব্যাখ্যা ব্যাতিরেকে গ্রহণ করা যাতে একজন...। অপব্যাখ্যা খুব খারাপ। বোঝা গেল ? শাস্ত্রকে অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। শাস্ত্রকে যথাযথ গ্রহণ করা উচিত, যথাযথ। এবং ব্যাখ্যা ব্যাতিরেকে। কখন ব্যাখ্যা দরকার ? যখন একটি বিষয় সঠিকভাবে বুঝতে অসমর্থ হয় তখন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অন্যথায়, ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ঠিক আপনার মত..., যে, "এই এই গ্রাম" বা "এই এই শহর সমুদ্রে অবস্থিত" কেউ বলল। এখন যে ব্যাক্তি শুনেছেন যে, "এই এই শহর সমুদ্রে অবস্থিত," এবং সে বিভ্রান্ত হবে: "এটা কেমন ? জলের মধ্যে কিভাবে একটি শহর থাকতে পারে ?" সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এখন ব্যাখ্যা হচ্ছে, " 'সমুদ্রে' অর্থ সমুদ্রের অভ্যন্তরে নয় বরং সমুদ্রের তীরে" এটিই ব্যাখ্যা। একইভাবে যে বস্তুটি সকলের কাছে স্পষ্ট, তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবদ্গীতার উক্তিটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, "আমি নিজে, তুমি এবং সমস্ত জনসাধারণ যারা এখানে সমবেত হয়েছে, তারা সবাই স্বতন্ত্র। এবং তারা অতীতেও স্বতন্ত্র ছিলেন, এবং বর্তমানে আমরা দেখতে পাই তারা স্বতন্ত্র ব্যাক্তি এবং তারা তা বজায় রাখবে। তারা বজায় রাখবে।" আমি হয়ত জানি না যে তারা ভবিষ্যতে কি হবে কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান, যেহেতু তিনি পরম পুরুষোত্তম, তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করা উচিত। ঐটিই আমার জ্ঞানকে নিখুঁত করবে। ঠিক যেমন আমি আপনাদের একটি অত্যন্ত সরল উপমা দিয়েছি। এখন, যদি একটি ছোট বালক তার মাকে জিজ্ঞাসা করে যে, "আমার পিতা কে ?" মা বলেন যে, "ইনি হচ্ছেন তোমার পিতা।" এখন যদি বালকটি বলে, "আমি বিশ্বাস করি না যে, তিনি আমার পিতা," তাকে কি অন্য উপায়ে বিশ্বাস করানো সম্ভব তার মায়ের বক্তব্যটি ছাড়া ? এটা কি সম্ভব ? না। এটাই চূড়ান্ত। এটাই চূড়ান্ত। এবং যদি সে বলে, "আমি বিশ্বাস করি না," ঐটি তার বোকামি। একইভাবে, যে বিষয় আমাদের কল্পনার অতীত, আমাদের জ্ঞানের সীমারেখার বাইরে, ঐটি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং সেখানে একটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ। কর্তৃপক্ষ। তাঁর কর্তৃপক্ষ, কৃতিত্ব, সারা বিশ্বে সবার দ্বারা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে পাঁচটি ভিন্ন প্রামাণ্য গুরুশিষ্য পরম্পরা রয়েছে। যেমন, শংকরবাদী, শংকরাচার্যের অনুসারীরা ও বৈষ্ণববাদী। সাধারণভাবে, দুইটি: মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী সম্প্রদায়, দার্শনিকরা, তারা আবার চার ভাগে বিভক্ত: রামানুজা সম্প্রদায়- অর্থাৎ রামানুজাচার্যের অনুসারী; মাধবাচার্য সম্প্রদায় বা মাধবাচার্যের অনুসারী; নিম্বার্ক সম্প্রদায়, নিম্বার্কাচার্যের অনুসারী এবং বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়। তাঁরা, তাঁদের শেষ একই। যদিও তাঁরা সংখ্যায় চার কিন্তু তাঁদের শেষ একই এবং অন্য একটি ভাগ হচ্ছে শংকর সম্প্রদায়। সুতরাং এই চারটি মানে, পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগ হিন্দুদের, তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করে। সবাই। সেখানে কোন না বোধক নেই। যদিও তারা পাঁচ, তাদের সবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য ও দর্শন রয়েছে, ছোট, ছোট পার্থক্য বিদ্যমান, না, আমি বুঝাচ্ছি, অন্তিম গতি, কিন্তু এখনও... এখন, শ্রীপাদ শংকরাচার্য, তাকে, তাকে মনে করা হয়, তাকে নির্বিশেষবাদী হিসেবে গন্য করা হয়। নির্বিশেষবাদী মানে তিনি ভগবানের ব্যাক্তিগত স্বরূপে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই ভগবদ্গীতার উপর মন্তব্য করেছেন, শংকরভাষ্য। সেখানে তিনি স্বীকার করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" তিনিও স্বীকার করেছেন। অন্যরা, তাঁরা বৈষ্ণবমতাবলম্বী, অন্য আচার্যরা, অন্য প্রামাণ্যরা তাঁরা বৈষ্ণবমতাবলম্বী। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকার করেন কারণ তাঁরা শুরু থেকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু শংকরাচার্য, যিনি নিরাকারবাদী, তিনি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, স ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণ: "কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে ও বৈদিক শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com,
ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ,
What's app - +918007208121